Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ পৌষ ১৪৩২

DU in Media

30 December 2025

প্রতিদিনের সংবাদ

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ঢাবি ভিসির সাক্ষাৎ

• ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান রবিবার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাক্ষাৎ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ভিসি এ সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড পরবর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি, জাতীয় কবির সমাধির পাশে শহীদ ওসমান হাদির দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় নির্বাচন পূর্ববর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, বিভিন্ন আবাসিক হল সংস্কারের সার্বিক অগ্রগতি, বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, ডাকসু নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন।

ভিসি এ সময় মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গৌরবময় অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ এবং এর শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সব ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ভিসি প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তার সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আশ্বাস দেন।

ঢাবির বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্তির বিষয়ে গঠিত কমিটির ধারণাপত্র হস্তান্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা (Special Status) পাওয়ার জন্য প্রয়োজ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত কমিটি গতকাল সোমবার এসংক্রান্ত ধারণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খানের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ সময় কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের সাক্ষাৎ

প্রথা প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত রবিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্য সাক্ষাৎ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড-পরবর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি, জাতীয় কবির সমাধির পাশে শহীদ হাদির দাফন, জাতীয় নির্বাচন-পূর্ববর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, বিভিন্ন আবাসিক হল সংস্কারের সার্বিক অগ্রগতি, বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, ডাকসু নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সম্প্রতি গৃহীত নানা পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন।

উপাচার্য এ সময় মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গৌরবময় অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ এবং এর শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপাচার্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাক্ষাৎ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন যুক্তরাজ্যের সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত উপাচার্য অধ্যাপক ওসামা খান। গতকাল সোমবার উপাচার্যের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সাক্ষাৎ করেন তিনি। ঢবি জনসংযোগ অফিস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম চালুসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক ওসামা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে যুক্তরাজ্যের সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। এ ছাড়া, ঢবি উপাচার্য এই আমন্ত্রণের জন্য অধ্যাপক ওসামা খানকে ধন্যবাদ জানান বলেও জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

দৈনিক বাংলা



প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্য সাক্ষাৎ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সাক্ষাৎকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড পরবর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি, জাতীয় কবির সমাধির পাশে শহীদ ওসমান হাদির দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় নির্বাচন পূর্ববর্তী ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, বিভিন্ন আবাসিক হল সংস্কারের সার্বিক অগ্রগতি, বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি, ডাকসু নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সম্প্রতি গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন।

উপাচার্য এ সময় মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গৌরবময় অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ এবং এর শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সকল ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপাচার্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান।

কালবেলা

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের সাক্ষাৎ

ঢাবি প্রতিনিধি ▸▸

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। গত রবিবার বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সাক্ষাৎকালে উপাচার্য শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী ক্যাম্পাস পরিস্থিতি, জাতীয় কবির সমাধির পাশে শহীদ হাদির দাফনের ব্যবস্থা, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, বিভিন্ন আবাসিক হল সংস্কারের অগ্রগতি এবং বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পসহ চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। এ ছাড়া ডাকসু নির্বাচন-পরবর্তী অবস্থা, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপও তুলে ধরেন তিনি।

এ সময় মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ও গৌরবময় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশেষ মর্যাদা' প্রাপ্তিতে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করেন উপাচার্য। পাশাপাশি শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতার জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশেষ মর্যাদা' প্রাপ্তির লক্ষ্যে গঠিত সিন্ডিকেট কমিটি গতকাল এ-সংক্রান্ত একটি ধারণাপত্র উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করেছে। জানুয়ারি মাসে উপাচার্যের নির্দেশনায় গঠিত পাঁচ সদস্যের এ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন প্রশাসন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ঢাবি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম ওয়াহেদুল ইসলাম, ঢাবির কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান। সদস্য সচিব ছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুন্সী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

প্রতিদিনের সংবাদ



ঢাবির বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্তির বিষয়ে গঠিত কমিটির ধারণাপত্র ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খানের কাছে হস্তান্তর করা হয়
● প্রতিদিনের সংবাদ

আজকালের খবর



ঢাবি ভিসির সঙ্গে সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাক্ষাৎ

● ঢাবি প্রতিবেদক

যুক্তরাজ্যের সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওসামা খান গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম চালুসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক ওসামা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে যুক্তরাজ্যের সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই আমন্ত্রণের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

The Daily Times

DU, South Wales explore academic partnership

TIMES Report DU

Designated Vice-Chancellor of the University of South Wales, UK, Prof Osama Khan paid a courtesy visit to Dhaka University (DU) Vice-Chancellor Prof Dr Niaz Ahmed Khan on Monday, where the two discussed ways to strengthen academic and research collaboration between their institutions.

The meeting was held at the DU vice-chancellor's office. During the discussion, both sides exchanged views on potential joint academic initiatives, faculty exchanges and collaborative research programmes involving Dhaka University and the University of South Wales.

Prof Osama Khan invited the DU vice-chancellor to visit the University of South Wales in the UK to further explore areas of mutual cooperation.

Prof Dr Niaz Ahmed Khan thanked the visiting vice-chancellor for the invitation and expressed his interest in enhancing institutional ties through sustained academic and research partnerships.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ পৌষ ১৪৩২

DU in Media

30 December 2025

The New Age

নয়া দিগন্ত



Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan addresses the inaugural day of a two-day first-ever international interdisciplinary conference on the democracy in Bangladesh at the DU on Monday.
— Press release

Patience, tolerance required for democratic transformation: DU VC

Staff Correspondent

VICE-CHANCELLOR of the University of Dhaka Professor Niaz Ahmed Khan at a conference on Monday said that only through patience and tolerance democracy could be made sustainable.

He made the remarks on the inaugural day of a two-day first-ever international interdisciplinary conference on the democracy in Bangladesh, said a press release.

Political and Policy Science Research Foundation organised the conference with the theme 'empowering transition, building democracy' at the Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury Auditorium of the DU faculty of social sciences building, said a press release.

Mentioning that democracy is not a final destination, it is an ongoing process and uncertainty is inevitable in the journey of democracy, Professor Niaz Ahmed said, 'But it is only through patience and tolerance that democracy can be made sustainable.'

In the reality of Bangladesh, 'transformation' basically means dealing with political and social uncertainty, which has no easy or immediate solution, he mentioned.

He further said, 'There is no alternative to multidimensional and interdisciplinary discussions to find answers to these questions — elections, sustainability of reforms, institutional capacity and social justice.'

Expressing optimism, the VC said, 'Despite the adversities, Bangladesh has proven itself as a tolerant and optimistic nation.' The conference discussed the challenges and prospects of Bangladesh's post-uprising democratic transition, institutional reforms, protection of human rights and building a tolerant society.

Also present at the event were Jagannath University vice-chancellor Professor Md Rezaul Karim; DU pro-VC, administration, Professor Sayema Haque Bidisha; and faculty of social sciences dean Professor Tajyebur Rahman.



গণতান্ত্রিক রূপান্তরে ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রয়োজন : ঢাবি ভিসি

'এমপাওয়ারিং ট্রানজিশন, বিল্ডিং ডেমোক্রাসি' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো গণতন্ত্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক আন্তঃবিষয়ক সম্মেলন সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে শুরু হয়েছে। পলিটিক্যাল অ্যান্ড পলিসি সায়েন্স রিসার্চ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, গণতন্ত্র কোনো চূড়ান্ত গন্তব্য নয়, বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

এই প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তা স্বাভাবিক, তবে ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমেই একটি টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বাস্তবতায় গণতান্ত্রিক রূপান্তর মানে রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার সাথে মোকাবেলা করা, যার কোনো সহজ বা তাৎক্ষণিক সমাধান নেই।

ভিসি আরো বলেন, নির্বাচন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের স্থায়িত্ব, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলোকে সমাধান খুঁজতে হলে বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিষয়ক আলোচনার প্রয়োজন। এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন গণতন্ত্রকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার সুযোগ তৈরি করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই সম্মেলন দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে মূল্যায়নের পাশাপাশি একটি দীর্ঘমেয়াদি বুদ্ধিবৃত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো: রেজাউল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি চ্যালেঞ্জর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য দেন আয়োজক সংস্থার সভাপতি ও সম্মেলনের আহ্বায়ক অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। উদ্বোধনী পর্বে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ভিডিও বার্তায় বক্তব্য প্রদান করেন।

আয়োজকরা জানান, সম্মেলনের জন্য জমা পড়া প্রায় ১৯৫টি গবেষণাপত্রের মধ্য থেকে বাছাই করে ৬৮টি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এতে অনলাইনে ও সরাসরি অংশগ্রহণ করছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা। বিজ্ঞপ্তি।

The Country Today



Patience, tolerance needed in democratic transformation: DU VC Niaz Ahmed Khan

DU Correspondent

The first-ever International Interdisciplinary Conference on Democracy in Bangladesh with the theme 'Empowering Transition, Building Democracy' has begun on Monday at the Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury Auditorium of the Faculty of Social Sciences Building, Dhaka University. The two-day conference, organized by the Political and Policy Science Research Foundation (PPSRF), will continue till December 30. The conference discussed the challenges and prospects of Bangladesh's post-uprising democratic transition, institutional reforms, protection of human rights, and building a tolerant society. Speaking at the inaugural ceremony, Dhaka University Vice Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan said, "Democracy is not a final destination; it is an ongoing process.

The Daily Times

Patience, tolerance vital for democratic transition: DU VC

TIMES Report Dhaka

Bangladesh's first-ever international interdisciplinary conference on democracy began on Monday at the Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury Auditorium of the Faculty of Social Sciences, University of Dhaka.

The two-day conference, themed "Empowering Transition, Building Democracy," is being organised by the Political and Policy Science Research Foundation (PPSRF) and will continue until Tuesday, according to a press release.

The conference focuses on discussions surrounding Bangladesh's democratic transition in the post-mass uprising period, institutional reforms, the protection of human rights, and the challenges and prospects of building a tolerant society.

At the inaugural session, Professor Niaz Ahmed Khan, vice-chancellor of the University of Dhaka, stated that democracy is not a final destination but a continuous process. He emphasised that uncertainty is inevitable in this journey, and that patience and tolerance are essential to sustaining democracy.

He further noted that, in the context of Bangladesh, "transition" primarily refers to confronting political and social uncertainties, for which there are no easy or immediate solutions.

The vice-chancellor added that questions related to elections, the sustainability of reforms, institutional capacity, and social justice require multidimensional and interdisciplinary dialogue, and that conferences of this nature create opportunities to understand democracy in new ways.

Expressing optimism, he said that despite adversities, Bangladesh has proven itself to be a tolerant and resilient nation. He hoped that the conference would provide fresh perspectives on the country's democratic journey and help build a long-term intellectual network.

Among others present at the inaugural ceremony were Professor Md Rezaul Karim, vice-chancellor of Jagannath University; Professor Sayema Haque Bidisha, pro-vice-chancellor (Administration) of the University of Dhaka; and Professor Tayebur Rahman, dean of the Faculty of Social Sciences.

The New Age



Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan, among others, places wreaths at the grave of Shilpacharya Zainul Abedin on the DU campus on Monday. — Press release

সময়ের আলো



শিল্পাচার্যের সমাধিতে গতকাল পুষ্পস্তবক অর্পণ ● সময়ের আলো

ঢাবির চারুকলায় জয়নুল জন্মবার্ষিকী উদযাপন

● ঢাবি প্রতিনিধি

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১১২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। সোমবার দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিল্পাচার্যের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, অনুষদের শিক্ষকদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনী, সেমিনার প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, শিল্পাচার্য আমাদের জাতীয় সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সংকটসময়ে শিল্পকর্মের মাধ্যমে তিনি জাতির সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন। বর্তমানে দেশ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল জামাল মিলনায়তনে এক সেমিনার আয়োজন করা হয়। চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করেন শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শেখ মনির উদ্দিন। আলোচনায় অংশ নেন গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোজা আসান তনে হুদা অনুপম। কারুশিল্প বিভাগের প্রভাষক তাকিয়া আহমদ সুমা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

জনকণ্ঠ

সংস্কৃতি সংবাদ

জয়নুল উৎসবে চারুকলা শিক্ষকদের বৈচিত্র্যময় শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

সংস্কৃতি প্রতিবেদক ॥ সোমবার ছিল বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মদিন। শিল্পাচার্যের ১১১তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনে দিনব্যাপী জয়নুল উৎসবের আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ।

বরাবরের মতো এবারের উৎসবে জয়নুল মেলার আয়োজন ও জয়নুল সম্মাননা প্রদান না করা হলেও ছিল নানা কর্মসূচি। সকালে শিল্পাচার্যের সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের মাধ্যমে শুরু হয় সেই অনুষ্ঠানিকতা। ছিল জয়নুলকে নিবেদিত স্মারক বক্তৃতা। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় আয়োজন ছিল অনুষদের শিক্ষকদের সৃজিত শিল্পকর্ম প্রদর্শনী।

বৈচিত্র্যময় এই শিল্পায়োজনে অংশ নিয়েছেন ৭০ জন চারুশিক্ষক। ব্রোঞ্জ, কাঠ, সিমেন্টসহ নানা ধাতবে গড়া ভাস্কর্যের সমান্তরালে দেখা মিলেছে জলরং, তেলরং, অ্যাক্রেলিকসহ বিবিধ মাধ্যমে চিত্রিত চিত্রকর্ম। এক ও দুই নং জয়নুল

(১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

জয়নুল উৎসবে চারুকলা

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

গ্যালারিতে উপস্থাপিত এই শিল্পসম্ভার কাছে টেনেছে শহরের শিল্পরসিকদের। কৌতূহল নিয়ে তারা চোখ ফেলেছেন নয়নে প্রশান্তির অনুভব ছড়িয়ে দেওয়া চিত্রকর্ম থেকে ভাস্কর্যে।

কাঠের পাঠাতনে খোদাই করে তার ওপর রং ছড়িয়ে কালো মেয়ের মুখাবয়ব ভাস্কর্য গড়েছেন মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। বৃক্ষতলে কাখে কলস নিয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে বসে থাকা পল্লীবধূর ছবি এঁকেছেন মিজানুর রহমান ফকির। সুখের প্রতীকী হিসেবে ক্যানভাসে শিশুর হাসিমাখা মুখাবয়ব মেলে ধরেছেন শেখ আফজাল হোসেন। জলরংয়ের আশ্রয়ে বাংলার রূপকথা মৈমনসিংহ গীতিকার চরিত্র কাজলরেখার ছবি এঁকেছেন নাজনীন আকতার। সেই ছবিতে উদাস দৃষ্টিতে গাছের ডালে ঝুলে থাকা পাখির পানে চেয়ে আছে সুনয়না কাজলরেখা।

অমিত নন্দীর ক্যানভাসে ধরা দিয়েছে আবহমান বাংলার চিরচেনা রূপটি। সেখায় দেখা মেলে কোনো এক গ্রামের মাঠে চড়ে বেড়ানো গরুর পালে পাতা ছিঁড়ে খাওয়ার দৃশ্য। লাল টুকটুক জবা ফুল দিয়ে এলোকেশী কেশ সাজাতে ব্যস্ত এক রমণীর ছবি এঁকেছেন জামাল আহমেদ। জ্যামিতিক ফর্মের আশ্রয়ে ক্যানভাসে নারীর অবয়ব মেলে ধরেছেন সাদিয়া বিনতে মাজহার।

একটি ক্যানভাসে ধরা দিয়েছে নদীর ঘাট, বাঁশের সাঁকো, কুঁড়ে ঘর, ধানের খেতসহ নানা অনুষঙ্গের সম্মিলনে আদর্শ এক গ্রামের ছবি। চারুকলা অনুষদের সবুজ শ্যামল আঙিনার ছবি এঁকেছেন সুমন ওয়াহেদ। রকমারি রং ও গড়নের ফুলের ছবি এঁকেছেন নাজরিন সুলতানা। অলস দুপুরে নদীর পাড়ে হেঁটে বেড়ানো বকের ছবি এঁকেছেন সীমা ইসলাম। সুমন কুমার বৈদ্যর ক্যানভাসে উঠে এসেছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। সিলভিয়া নাজনীনের বিমূর্ত রীতিতে আঁকা ছবিতে জলাশয়ের ভেতর থেকে আবির্ভূত হয়েছে একাকী এক নারী। এই ছবিতে প্রতীকীভাবে বিচ্ছিন্ন জীবনের গল্প বুনেছেন শিল্পী।

জাকিয়া আহমেদ ঝুমা গড়েছেন নারীর অবয়বময় ভাস্কর্য। পৌরাণিক আখ্যান বেহুলা লক্ষীন্দরের ঘটনাবহুল অধ্যায়কে ক্যানভাসে মেলে ধরেছেন মেরাজি আশা ঐশী। প্রাণীজগতের সহাবস্থানের ছবি এঁকেছেন হারুন অর রশীদ। চিত্রপটে শরতের সৌন্দর্য মেলে ধরেছেন সাবরিনা শাহনাজ। লাল রেখার টানে ফিলিস্তিনের গাজার ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা উঠে এসেছে বুলবন ওসমানের ক্যানভাসে। সিরামিক ও পাথরের মেলবন্ধনের আত্মভ্যাগ শিরোনামের চমৎকার এক ভাস্কর্য গড়েছেন আজহারুল ইসলাম শেখ।

জঙ্গল চষে বেড়ানো এক জোড়া ময়ূরের

Jagonews24.com

ধৈর্য-সহনশীলতার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে টেকসই করা সম্ভব: ঢাবি উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাবি
প্রকাশিত: ০৫:৫০ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, গণতন্ত্র কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক ও চলমান প্রক্রিয়া। এই পথে নানা অনিশ্চয়তা থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমেই গণতন্ত্রকে টেকসই ও শক্তিশালী করা সম্ভব।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) ঢাবির সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক আন্তঃবিষয়ক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলন হচ্ছে।

উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রূপান্তর বলতে মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিকেই বোঝানো হয়, যার কোনো সহজ বা দ্রুত সমাধান নেই।

তিনি উল্লেখ করেন, নির্বাচনব্যবস্থা, সংস্কারের ধারাবাহিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার- এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হলে বহুমাত্রিক ও আন্তঃবিষয়ক আলোচনার প্রয়োজন। এ ধরনের সম্মেলন গণতন্ত্রকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ঢাবি উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশ একটি সহনশীল ও আশাবাদী জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছে। এই সম্মেলন দেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাকে নতুন আলোয় মূল্যায়নের পাশাপাশি একটি দীর্ঘমেয়াদি বুদ্ধিবৃত্তিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান।

আয়োজকদের তথ্যমতে, সম্মেলনের জন্য জমা পড়া প্রায় ১৬৫টি গবেষণাপত্রের মধ্য থেকে বাছাই করে ৬৭টি উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এতে অনলাইনে প্রায় ২০টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছেন এবং প্রায় ৩৫টি দেশ এ সম্মেলনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

এফএআর/একিউএফ